বাংলা দ্বিতীয় পত্র

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

প্রকৃতি

- মৌলিক শব্দের যে অংশকে আর কোনোভাবেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় তাকে বলা হয় **প্রকৃতি।**
- শব্দ কিংবা পদ থেকে প্রত্যয় ও বিভক্তি অপসারণ করলে প্রকৃতি অংশ পাওয়া যায়।
- প্রকৃতি কথাটি বোঝানোর জন্য প্রকৃতির আগে **(** √**)** চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতি চিহ্নটি ব্যবহার করলে প্রকৃতি শব্দটি লেখার প্রয়োজন হয় না।

যেমন : **√পড়্+উয়া=পড়–য়া, √নাচ্+উনে= নাচুনে।**

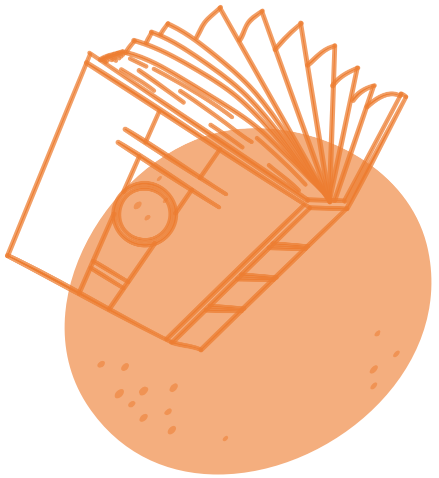

প্রকৃতির প্রকারভেদ

প্রকৃতি দুই প্রকার। যেমন:

ক. ক্রিয়াপ্রকৃতি : প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের বিশ্লেষণে মৌলিক ভাবদ্যোতক যে অংশ পাওয়া যায় তা যদি অবস্থান, গতি বা অন্য কোনো প্রকারের ক্রিয়া বোঝায় তাকে ক্রিয়াপ্রকৃতি বলে। যেমন: **√চল্ (চলন্ত=চল্+অন্ত-প্রত্যয়), √পড়্।**

খ. নামপ্রকৃতি বা সংজ্ঞা প্রকৃতি : প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের বিশ্লেষণে মৌলিক ভাবদ্যোতক যে অংশ পাওয়া যায় তা যদি কোনো দ্রব্য, জাতি, গুণ বা কোনো পদার্থকে বোঝায় তাকে নামপ্রকৃতি বলে।

যেমন : **মা, চাঁদ, গাছ।**

প্রত্যয়

যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করে তাকে **প্রত্যয়** বলে।

যেমন: **হাত+আ= হাতা, মনু+অ=মানব, √ চল্+অন্ত=চলন্ত**

এখানে **আ, অ, অন্ত** প্রত্যয়।

প্রত্যয়ের প্রকারভেদ

প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার। যেমন :

- **কৃৎ প্রত্যয়-** ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে কৃৎপ্রত্যয় বলে।

যেমন : **√ধর্+আ=ধরা, √ডুব্+উরি=ডুবুরি, √দৃশ্+য=দৃশ্য।**

- **তদ্ধিত প্রত্যয়-** শব্দের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

যেমন : **বাঘ+আ=বাঘা, সোনা+আলি=সোনালি, সপ্তাহ+ইক=সাপ্তাহিক** ইত্যাদি।

প্রত্যয়ে গুণ ও বৃদ্ধি

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃৎপ্রত্যয় যোগ করলে কৃৎপ্রকৃতির আদিস্বর পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনকে বলা হয় গুণ ও বৃদ্ধি। যেমন :

১. গুণ

ক) ই বা ঈ স্থলে এ হয়। যেমন : **√চিন্+আ=চেনা, √নী+আ=নেওয়া**

খ) উ বা ঊ স্থলে ও হয়। যেমন : **ধু+আ=ধোয়া**

গ) ঋ স্থলে অর হয়। যেমন : **√কৃ+তা=করতা>কর্তা**

প্রত্যয়ে গুণ ও বৃদ্ধি

২. বৃদ্ধি

ক) অ স্থলে আ হয়। যেমন : **পচ্+অ (ণক) =পাচক**

খ) ই বা ঈ স্থলে ঐ হয়। যেমন : **শিশু+অ(ষ্ণ) =শৈশব**

গ) উ বা ঊ স্থলে ঔ হয়। যেমন : **যুব+অন=যৌবন**

ঘ) ঋ স্থলে আর হয়। যেমন : **কৃ+ঘ্যণ=কার্য**

কৃৎপ্র

কৃৎপ্রত্যয় দুপ্রকার। যেমন :

ক) সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী ঐ ভাষার ধাতুর সঙ্গে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাদের **সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়** বলে।

যেমন : **√কৃ+তব্য=কর্তব্য, √দৃশ্+অন =দর্শন** ইত্যাদি।

খ) বাংলা কৃৎপ্রত্যয় সংস্কৃত বা তৎসম ধাতু বিবর্জিত বাংলা ধাতুর সঙ্গে প্রাকৃত ভাষা থেকে আগত যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাদের **বাংলা কৃৎপ্রত্যয়** বলে।

যেমন: **√ডুব্+অন্ত=ডুবন্ত** ইত্যাদি।

কৃৎপ্রত্যয় যোগে বাংলা শব্দ

১. (০) শূন্য-প্রত্যয়

কোনো প্রকার প্রত্যয়-চিহ্ন ব্যতিরেকেই কিছু ক্রিয়া-প্রকৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে (০) শূন্য প্রত্যয় ধরা হয়।

যেমন : **এ মোকদ্দমায় তোমার জিত্ হবে না, হার্-ই হবে। গ্রামে খুব ধর্ পাকড় চলছে।**

কৃৎপ্রত্যয় যোগে বাংলা শব্দ

২. অ-প্রত্যয়

- কেবল ভাববাচ্যে অ-প্রত্যয় যুক্ত হয়।যেমন : **√ধর্+অ=ধর, √মার্+অ=মার**
- আধুনিক বাংলায় অ-প্রত্যয় সর্বত্র উচ্চারিত হয় না। যেমন :**√হার্+অ=হার,√জিত্+অ=জিত**
- কোনো কোনো সময় অ-প্রত্যয়যুক্ত কৃদন্ত শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ হয়।

যেমন : (আসন্ন সম্ভাব্যতা অর্থে দ্বিত্বপ্রাপ্ত) **√কাঁদ্+অ=কাঁদকাঁদ** (চেহারা)

- কখনো কখনো দ্বিত্বপ্রাপ্ত কৃদন্ত পদে উ-প্রত্যয় হয়। যেমন :**√ডুব্+উ=ডুবুডুবু,√উড়্+উ=উড়ুউড়ু**

কৃৎপ্রত্যয় যোগে বাংলা শব্দ

৩. অন্-প্রত্যয়

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে অন প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন: **√কাঁদ্+অন=কাঁদন (কান্নার ভাব)।**

বিশেষ নিয়ম

ক) আ-কারান্ত ধাতুর সঙ্গে অন্ স্থলে ওন হয়। যেমন : **√খা+অন=খাওন, √ছা+অন=ছাওন।**

খ) আ-কারান্ত প্রযোজক (নিজন্ত) ধাতুর পরে আন প্রত্যয় যুক্ত হলে আনো হয়। যেমন : **√জানা+আন=জানানো।**

কৃৎপ্রত্যয় যোগে বাংলা শব্দ

৪. **অনা-প্রত্যয়** **√দুল্+অনা=দুলনা>দোলনা, √খেল+অনা= খেলনা**

৫. **অনি, (বিকল্পে) উনি-প্রত্যয়** **√চির্+অনি= চিরনি> চিরুনি, √বাঁধ্+অনি = বাঁধনি>বাঁধুনি**

৬. **অন্ত-প্রত্যয়** বিশেষণ গঠনে অন্ত প্রত্যয় হয়।

যেমন:**√উড়্+অন্ত=উড়ন্ত, √ডুব্+অন্ত=ডুবন্ত**

৭. **অক-প্রত্যয়** **√মুড়্+অক=মোড়ক, √ঝল্+অক=ঝলক**

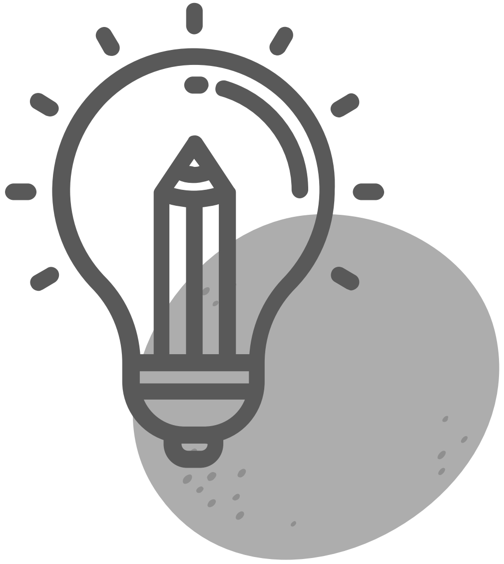

কৃৎপ্রত্যয় যোগে বাংলা শব্দ

৮. আ-প্রত্যয় বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে আ প্রত্যয় হয়। যেমন:**√পড়্+আ=পড়া (পড়া বই)**

৯. আও-প্রত্যয় ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে আও প্রত্যয় যুক্ত হয়।

যেমন : **√পাকড়্+আও=পাকড়াও, √চড়্+আও=চড়াও**

১০. আন (আনো) প্রত্যয় বিশেষ্য গঠনে প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে আন/আনো প্রত্যয় হয়। যেমন : **√চাল্=আন=চালান/চালানো**

১১. আনি-প্রত্যয় বিশেষ্য গঠনে প্রযুক্ত হয়।

যেমন : **√জান্+আনি=জানানি, √শুন্+আনি=শুনানি**

কৃৎপ্রত্যয় যোগে বাংলা শব্দ

১২. আরি বা বিকল্পে রি/উরি- প্রত্যয় √ডুব্+উরি=ডুবুরী

১৩. আল-প্রত্যয় √ম্+আল=মাতাল, √মিশ্+আল =মিশাল

১৪. ই-প্রত্যয় বিশেষ্য গঠনে ই প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়।

যেমন: √ভাজ্+ই= ভাজি, √বেড়+ই=বেড়ি

১৫. ইয়া>ইয়ে-প্রত্যয় বিশেষণ গঠনে ইয়া/ ইয়ে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

যেমন : √মর্+ইয়া=মরিয়া (মরতে প্রস্তুত)

কৃৎপ্রত্যয় যোগে বাংলা শব্দ

১৬. **উ-প্রত্যয়** বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে উ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়।

যেমন :**√ডাক্+উ=ডাকু, √ঝাড়্+উ=ঝাড়ু**

১৭. **উয়া বিকল্পে ও প্রত্যয়** বিশেষ্য বিশেষণ গঠনে উয়া এবং ও প্রত্যয় হয়।

যেমন :**√পড়্+উয়া=পড়–য়া>পড়ো, √উড়্+উয়া=উড়–য়া>উড়ো**

১৮. **তা-প্রত্যয়** বিশেষণ গঠনে তা প্রত্যয় হয়।

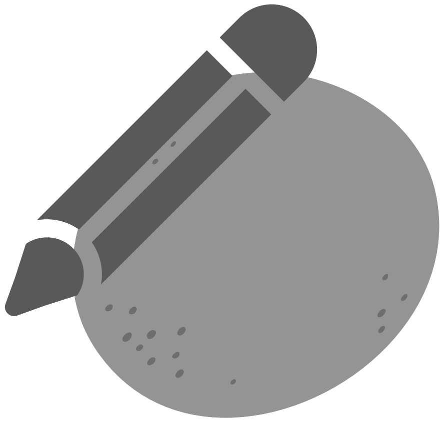

যেমন : **√র্ফি+তা=ফিরতা>ফেরতা, √পড়্+তা=পড়তা**

কৃৎপ্রত্যয় যোগে বাংলা শব্দ

১৯. তি-প্রত্যয় বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে তি প্রত্যয় হয়।

যেমন : **√ঘাট্+তি=ঘাটতি, √বাড়্+তি=বাড়তি**

২০. না-প্রত্যয় বিশেষ্য গঠনে না প্রত্যয় যুক্ত হয়।

যেমন: **√কাঁদ্+না=কাঁদনা> কান্না, √রাঁধ্+না=রাঁধনা>রান্না।**

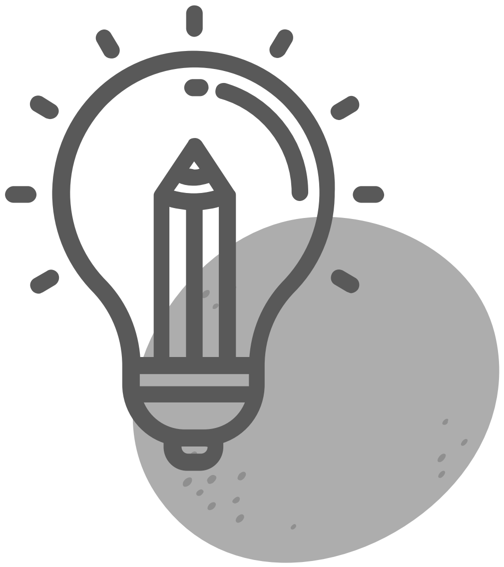

অনুশীলন করি।

’আটুঁনি’ শব্দটিতে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে?

(ক) আনি

(খ) ই

(গ) ইয়া

(ঘ) অনি

অনুশীলন করি।

’উয়া’ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে কোনটিতে?

(ক) পড়ুয়া

(খ) ঝাড়ু

(গ) ডুবন্ত

(ঘ) ডাকু

অনুশীলন করি।

বৃদ্ধি সাধিত হয়েছে কোনটিতে?

(ক) ধোয়া

(খ) কার্য

(গ) কর্তা

(ঘ) চেনা

কৃৎপ্রত্যয় যোগে সংস্কৃতশব্দ

১. **অনট্-প্রত্যয়** (‘ট’ ইৎ (বিলুপ্ত) হয়, অন থাকে)।

যেমন : **√নী+অনট্=√নী+অন>নে+অন (গুণসূত্রে)=নয়ন**

√শ্রু+ অনট্=√শ্রু+অন (গুণ ও সন্ধির ফলে)=শ্রবণ

২. **ক্ত-প্রত্যয় (ক্ ইৎ ত থাকে)**

যেমন : **√জ্ঞা+ক্ত (জ্ঞা+ত) =জ্ঞাত, √খ্যা+ক্ত= খ্যাত**

কৃৎপ্রত্যয় যোগে সংস্কৃতশব্দ

বিশেষ নিয়ম

ক) ক্ত-প্রত্যয় যুক্ত হলে নিম্নলিখিত ধাতুর অন্ত্যস্বর ই কার হয়। যেমন: **√পঠ্+ক্ত+(পঠ্+ই+ত) =পঠিত।**

খ) ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হলে, ধাতুর অন্তস্থিত চ ও জ স্থলে ক হয়। যেমন: **√সিচ্+ক্ত=(সিক্+ত) সিক্ত।**

গ) এ ছাড়া ক্ত প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়।

এখানে এরূপ কয়েকটি প্রকৃতি-প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো।

যেমন: **√গম্+ক্ত=গত,√গ্রন্থ+ক্ত=গ্রথিত**

কৃৎপ্রত্যয় যোগে সংস্কৃতশব্দ

৩ ক্তি-প্রত্যয় ('ক' ইৎ তি থাকে) **√গম্+ক্তি/তি=গতি** (এখানে ম লোপ হয়েছে)।

বিশেষ নিয়ম

ক) ক্তি-প্রত্যয় যোগ করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্ত ব্যঞ্জনের লোপ হয়।

যেমন : **√মন্+ক্তি=মতি, √রম্+ ক্তি= রতি**

খ) কোনো কোনো ধাতুর উপধা অ-কারের বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ আ-কার হয়।

যেমন : **√শ্রম্+ক্তি=শ্রান্তি (সন্ধিসূত্রে ম>ন), শম্+ক্তি=শান্তি**

গ) চ এবং জ স্থলে ক হয়। যেমন : **√বচ্+ক্তি=উক্তি, √মুছ+ক্তি =মুক্তি**

ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ : **√গৈদ+ক্তি=গীতি, √সিধ্+ক্তি=সিদ্ধি**

কৃৎপ্রত্যয় যোগে সংস্কৃতশব্দ

৪. তব্য ও অনীয় প্রত্যয় কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে **ক)** তব্য ও **খ)** অনীয় প্রত্যয় হয়।

ক) তব্য: **√কৃ+তব্য=কর্তব্য, √দা+তব্য=দাতব্য**

খ) অনীয় : **√কৃ+অনীয়=করণীয়, √রক্+অনীয়=রক্ষণীয়**

৫. তৃচ্-প্রত্যয় (চ ইৎ তৃ থাকে) প্রথমা একবচনে তৃ স্থলে তা হয়।

যেমন : **√দা+তৃচ্/তৃ/তা=দাতা, √মা+তৃচ্=মাতা**

বিশেষ নিয়মে **√যুধ্+তৃচ/তা=যোদ্ধা**

কৃৎপ্রত্যয় যোগে সংস্কৃতশব্দ

৬ ণক-প্রত্যয় (ণ ইৎ অক থাকে) √পঠ্+ণক/অক=পাঠক

মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়ে অ স্থানে আ হয়েছে। যেমন :√নী=ণক=(নৈ+অক=প্রথম স্বরের বৃদ্ধি) নায়ক,√গৈ+ণক=গায়ক

বিশেষ নিয়ম

ক) ণক-প্রত্যয় পরে থাকলে ণিজন্ত ধাতুর ই কারের লোপ হয়। যেমন: √পুঁজি+ণক=পুজক

খ) আ-কারান্ত ধাতুর পরে ণক প্রত্যয় হলে ধাতুর শেষে য় আসে। যেমন :√দা+ণক=দায়ক,

বি-√ধা+ণক=বিধায়ক

কৃৎপ্রত্যয় যোগে সংস্কৃতশব্দ

৭. **ঘ্যণ-প্রত্যয় [ঘ, ণ-ইৎ, য (য-ফলা) থাকে]** কর্ম ও ভাববাচ্যে ঘ্যণ্ হয়। যেমন : **√কৃ+ঘ্যণ্=কার্য্য>কার্য, √ধৃ+ঘ্যণ্=ধার্য।**

(**দ্রষ্টব্য :** আধুনিক বাংলা বানানে রেফ+য+য=র্য্য হয় না, র্য হয়।)

৮. **য-প্রত্যয়** কর্ম ও ভাববাচ্যে যোগ্যতা ও ঔচিত্য অর্থে য প্রত্যয় যুক্ত হয়। ষ যুক্ত হলে আ-কারান্ত ধাতুর আ-কার স্থলে এ- কারান্ত হয় এবং 'য' 'য়' হয়। যেমন :**√দা+য=দা>দে+য>য়=দেয়, √হা+য=হেয়।**

৯. **ণিন-প্রত্যয় (ণ ইৎ, ইণ্ থাকে, ইন্ ঈ- কার হয়)** **√গ্রহ+ণিন=গ্রাহী, √পা+ণিন=পায়ী**

কিন্তু ণিন যুক্ত হলে হন ধাতুর স্থলে ঘাত হয়। যেমন : **আত্ম-√হণ্+ণিন=আত্মঘাতী**

কৃৎপ্রত্যয় যোগে সংস্কৃতশব্দ

১০. ইন্ প্রত্যয় (ইন্) =ঈ=কার হয়) **শ্রম্+ইন্=শ্রমী।**

১১. অল্-প্রত্যয় (ল ইৎ, অ থাকে) **√জি+অল্=জয়, √ক্ষি+অল্=ক্ষয়**

ব্যতিক্রম **√হণ্+অল্=বধ।**

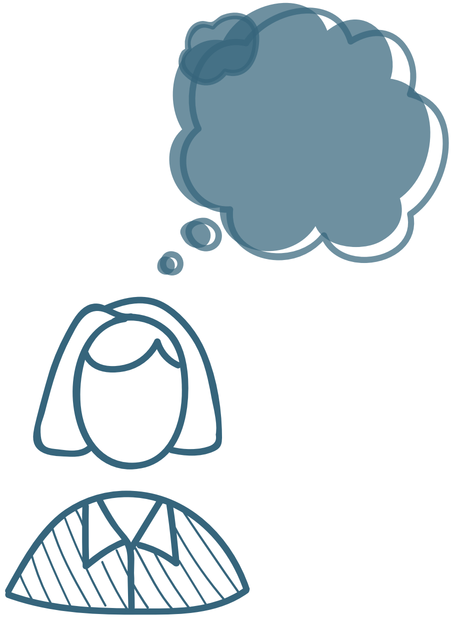

কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কতিপয়

১

ইষ্ণু-প্রত্যয় :

√চল্+ইষ্ণু=চলিষ্ণু।

২

বর-প্রত্যয় :

√ঈশ্+বর=ঈশ্বর,

√ভাস্+বর=ভাস্বর

র-প্রত্যয় :

√হিন+স্+র=হিংস্র, √নম্+র=নম্র

৪

উক/উক-প্রত্যয় :

√ভু+উক=(ভৌ+উক)=ভাবুক,

√জাগৃ+উক=(জাগর+উক) জাগরূক

কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কতিপয়

৫. শানচ্ - প্রত্যয় (শ ও চ ইৎ আন বিকল্পে মান থাকে) **√দীপ্+শানচ্=দীপ্যমান।**

৬. ঘঞ- প্রত্যয় (কৃদন্ত বিশেষ্য গঠনে), ঘৃ ও ঞ ইৎ, অ থাকে

√বস্+ঘঞ্=বাস, √যুজ্+ঘঞ=যোগ

বিশেষ নিয়ম **√ত্যজ্+ঘঞ্=ত্যাগ, √পচ্+ঘঞ্=পাক,√শুচ্+ ঘঞ্= শোক**

কিন্তু **√নন্দি+অন=নন্দন।** এক্ষেত্রে আ যোগে নন্দনা হয় না।

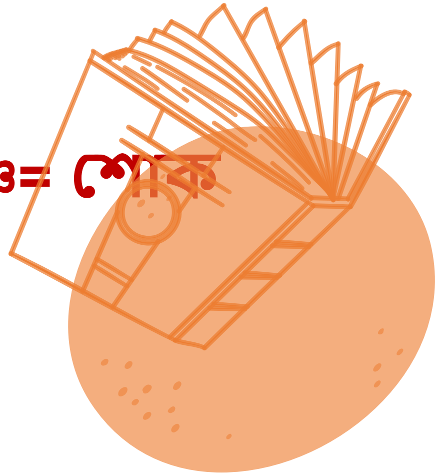

অনুশীলন করি।

’পায়ী’ এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।

(ক) পা+য়ী

(খ) পা+ ইন

(গ) পা+ই

(ঘ) পা+ণিন

অনুশীলন করি

ঘঞ প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?

(ক) বর্ধমান

(খ) ভাবুক

(গ) যোগ

(ঘ) ক্ষয়িষ্ণু

অনুশীলন করি।

’ক্রেতা’ কোন প্রত্যয়যোগে গঠিত?

(ক) অনট্

(খ) ক্তি

(গ) তৃচ

(ঘ) ণক

তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রকা

বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার। যেমন :

ক. সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় যে তদ্ধিত প্রত্যয় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন : **মনু+ষ্ণ=মানব; লোক+ষ্ণিক=লৌকিক** ইত্যাদি।

খ. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ও বিদেশি প্রত্যয় ছাড়া বাকি সব প্রত্যয়কে বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন : **বাঘ+আ=বাঘা; ঘর+আমি=ঘরামি** ইত্যাদি।

গ. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় শব্দের শেষে যেসব বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাদের বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন : **ডাক্তার+খানা=ডাক্তারখানা, ধড়ি+বাজ=ধড়িবাজ** ইত্যাদি।

সংস্কৃত তদ্ধিত

ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণ্য, ষ্ণিক, ইত, ইমন, ইল, ইষ্ট, ঈন, তর, তম, তা, ত্ব, নীন, নীয়, বতুপ্‌, বিন, র, ল প্রভৃতি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে যে সমস্ত শব্দ গঠিত হয় সেগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃত তদ্ধিত

কয়েকটি সাধারণ সূত্র:

১. যে শব্দের সঙ্গে ষ্ণ (অ)-প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়।

যেমন : **নগর+ষ্ণ=নাগর, মধুর+ষ্ণ/য=মাধুর্য।**

২. যে শব্দের সঙ্গে ষ্ণ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বরের উ-কারও ও-কারে পরিণত হয়। ও+অ সন্ধিতে অব হয়।

যেমন : **গুরু+ষ্ণ=গৌরব, লঘু+ষ্ণ=লাঘব, শিশু+ ষ্ণ = শৈশব**

৩. দুটি শব্দের দ্বারা গঠিত সমাসবদ্ধ শব্দের অথবা উপসর্গযুক্ত শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উপসর্গসহ শব্দের বা শব্দ দুটির মূলস্বরের বৃদ্ধি হয়।

যেমন : **পরলোক+ষ্ণিক= পারলৌকিক, সুভগ+ষ্ণ্য=সৌভাগ্য**

সংস্কৃত তদ্ধিত

ব্যতিক্রম বর্ষ শব্দ পরপদ হলে পূর্বপদের সংখ্যাবাচক শব্দের মূল স্বরের বৃদ্ধি হয় না।
যেমন : **দ্বিবর্ষ+ ষ্ণিক=দ্বিবার্ষিক।**
সংখ্যাবাচক শব্দ না থাকলেও নিয়মমতো মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়।
যেমন : **বর্ষ+ষ্ণিক=বার্ষিক**

৪. য প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকের অন্তে স্থিত অ, আ, ই এবং ঈ-এর লোপ হয়। যেমন :

সম্+য=সাম্য, কবি+ য= কাব্য, মধুর+য=মাধুর্য, প্রাচী+য=প্রাচ্য

ব্যতিক্রম **সভা+য=সভ্য** (সাভ্য নয়)।

সংস্কৃত তদ্ধিত

কয়েকটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের নিয়ম

১. **ইত-প্রত্যয়** উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে : **কুসুম+ইত= কুসুমিত, তরঙ্গ+ইত=তরঙ্গিত, কণ্টক+ইত=কণ্টকিত**

২. **ইমন্-প্রত্যয়** বিশেষ্য গঠনে : **নীল+ইমন=নীলিমা, মহৎ+ইমন=মহিমা**

৩. **ইল্-প্রত্যয়** উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে : **পঙ্ক+ইল্=পঙ্কিল, উর্মি+ইল্=উর্মিল, ফেন+ইল্=ফেনিল**

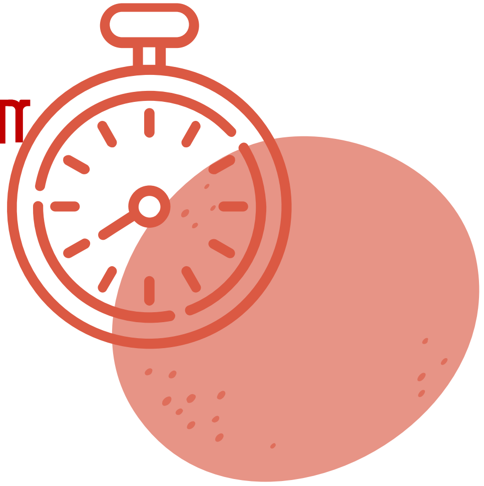

সংস্কৃত তদ্ধিত

৪. ইষ্ঠ- প্রত্যয় অভিশায়নে : **গুরু+ইষ্ঠ=গরিষ্ঠ, লঘু+ইষ্ঠ=লঘিষ্ঠ**

৫. ইন্ (ঈ) -প্রত্যয় সাধারণ বিশেষণ গঠনে : **জ্ঞান+ ইন্=জ্ঞানিন্, সুখ+ইন্=সুখিন্, গুণ+ইন্=গুণিন্**

সমাসে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে তৎসম শব্দ থাকলে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্ লোপ পায়।

যেমন : **গুণিগণ, সুখিগণ, মানিজন**

কর্তৃকারকের একবচনে ইন্ প্রত্যয় ঈ রূপ গ্রহণ করে।

যেমন : **জ্ঞান+ইন্ (ঈ) -জ্ঞানী, গুণ+ইন্(ঈ) গুণী**

সংস্কৃত তদ্ধিত

৬. **তা ও ত্ব-প্রত্যয়** বিশেষ্য গঠনে : **বন্ধু+তা=বন্ধুতা, বন্ধু+ত্ব=বন্ধুত্ব, গুরু+ত্ব=গুরুত্ব, ঘন+ত্ব=ঘনত্ব, মহৎ+ত্ব=মহত্ত্ব**

৭. **তর ও তম-প্রত্যয়** অতিশায়নে : **মধুর-মধুরতর, মধুরতম। প্রিয়-প্রিয়তর, প্রিয়তম**

৮. **নীন (ঈন্) - প্রত্যয়** তৎসম্পর্কিত অর্থে বিশেষণ গঠনে : **সর্বজন+নীন=সর্বজনীন, কুল+নীন=কুলীন, নব+নীন= নবীন**

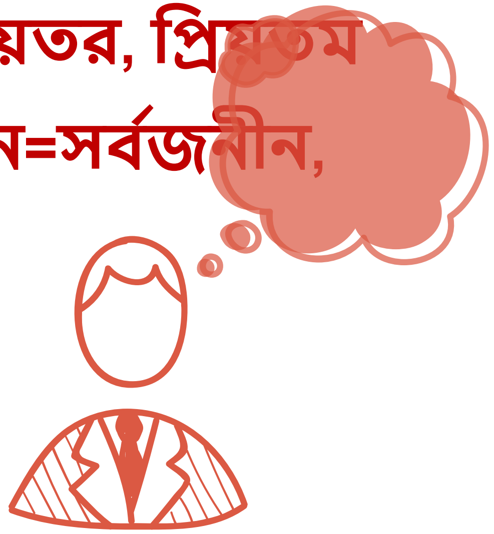

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

৯. **নীয় (ঈয়)-প্রত্যয়** বিশেষণ গঠনে : **জল+নীয়=জলীয়, বায়ু+নীয় - বায়বীয়, বর্ষ+নীয়=বর্ষীয়**

বিশেষ নিয়মে : **পর-পরকীয়, রাজা-রাজকীয়**

১০. **বতুপ্ (বৎ) এবং মতুপ্ (মৎ) -প্রত্যয় [প্রথমার এক বচনে যথাক্রমে 'বান্ এবং 'মান্' হয়]**:

বিশেষণ গঠনে : **গুণ+বতুপ্=গুণবান, দয়া+বতুপ্=দয়াবান, শ্রী+মতুপ্= শ্রীমান, বুদ্ধি+মতুপ=বুদ্ধিমান**

১১. **বিন (বী) প্রত্যয়** আছে অর্থে বিশেষণ গঠনে : **মেধা+বিন্=মেধাবী, মায়া+বিন্=মায়াবী, তেজঃ+বিন্=তেজস্বী, যশঃ+বিন্=যশস্বী**

সংস্কৃত তদ্ধিত

১২. **র-প্রত্যয়** বিশেষ্য গঠনে : **মধু+র=মধুর, মুখ+র= মুখর**

১৩. **ল-প্রত্যয়** বিশেষ্য গঠনে : **শীত+ল=শীতল, বৎস+ল= বৎসল**

সংস্কৃত তদ্ধিত

১৪। ষ্ণ (অ) প্রত্যয়

ক) অপত্য অর্থে মনু+ষ্ণ=মানব, যদু+ষ্ণ=যাদব

খ) উপাসক অর্থে শিব+ষ্ণ=শৈব, জিন+ষ্ণ=জৈন

গ) ভাব অর্থে শিশু+ষ্ণ=শৈশব, গুরু+ষ্ণ=গৌরব

ঘ) সম্পর্ক বোঝাতে পৃথিবী+ষ্ণ=পার্থিব, দেব+ষ্ণ=দৈব

সংস্কৃত তদ্ধিত

নিপাতনে সিদ্ধ : সূর্য+ষ্ণ=সৌর (সাধারণ নিয়মে সুর+ষ্ণ (অ) =সৌর

১৫. ষ্ণ্য (য) প্রত্যয়

ক) অপত্যার্থে **মনুঃ+ষ্ণ্য=মনুষ্য, জমদগ্নি+ষ্ণ্য=জামদগ্ন্য**

খ) ভাবার্থে **সুন্দর+ষ্ণ্য=সৌন্দর্য, শূর+ষ্ণ্য=শৌর্য**

গ) বিশেষণ গঠনে **পর্বত+ষ্ণ্য=পার্বত্য, বেদ+ষ্ণ্য=বৈদ্য**

১৬. ষ্ণি (ই) -প্রত্যয় অপত্য অর্থে : **রাবণ+ষ্ণি=রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ+ষ্ণি=দাশরথি**

সংস্কৃত তদ্ধিত

১৭. ষ্ণিক (ইক) –প্রত্যয়

ক) দক্ষ বা বেত্তা অর্থে — সাহিত্য+ষ্ণিক=সাহিতিক, বেদ+ ষ্ণিক=বৈদিক

খ) বিষয়ক অর্থে — সমুদ্র+ষ্ণিক=সামুদ্রিক, নগর-নাগরিক

গ) বিশেষণ গঠনে — হেমন্ত+ষ্ণিক=হৈমন্তিক, অকস্মাৎ +ষ্ণিক=আকস্মিক

১৮. ষ্ণেয় (এর)-প্রত্যয় — ভগিনী+ষ্ণেয়= ভাগিনেয়, অগ্নি+ ষ্ণেয়=আগ্নেয়,

বিমাতৃ (বিমাতা) +ষ্ণেয়=বৈমাত্রেয়

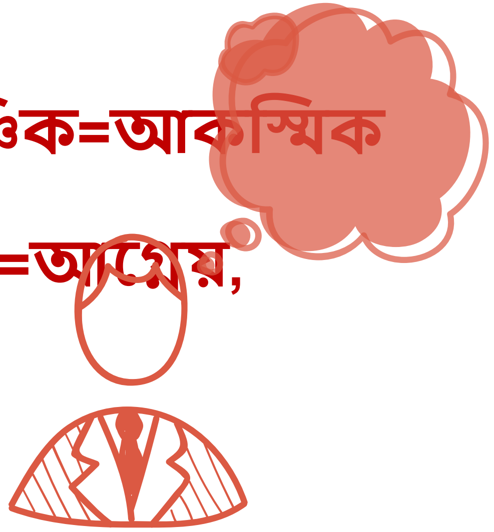

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়-

১. **আ- প্রত্যয়**

ক) অবজ্ঞার্থে — চোর+আ=চোরা, কেষ্ট+আ=কেষ্টা

খ) বৃহদার্থে — ডিঙি+আ=ডিঙা (সপ্তডিঙা মধুকর)

গ) সদৃশ্য অর্থে — বাঘ+আ=বাঘা, হাত+আ=হাতা

ঘ) তাতে আছে বা তার আছে অর্থে — জল+আ=জলা

ঙ) সমষ্টি অর্থে — বিশ-বিশা, বাইশ-বাইশা (মাসের বাইশা> বাইশে)

চ) স্বার্থে — জট+আ=জটা, চোখ-চোখা, চাক- চাকা

ছ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে — হাজির- হাজিরা, চাষ-চাষা

জ) জাত ও আগত অর্থে — মহিষ, ভইস-ভয়সা (ঘি)

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়-

২. আই-প্রত্যয়

ক) ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে বড়+আই=বড়াই, চড়া+আই= চড়াই

খ) আদরার্থে কানু+আই=কানাই, নিম+আই=নিমাই

গ) স্ত্রী বা পুরুষবাচক শব্দের বিপরীত বোঝাতে বোন+আই =বোনাই, ননদ-নন্দাই, জেঠা-জেঠাই (মা)

ঘ) সমগুণবাচক বিশেষ্য গঠনে মিঠা+আই=মিঠাই

ঙ) জাত অর্থে ঢাকা+আই=ঢাকাই (জামদানি),পাবনা-পাবনাই (শাড়ি)

চ) বিশেষণ গঠনে চোর-চোরাই (মাল), মোগল-মোগলাই (পরোটা)

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়-

৩. আমি/আম/আমো/মি-প্রত্যয়

ক) ভাব অর্থে **ইতর+আমি=ইতরামি,পাগল+আমি=পাগলামি**

খ) বৃত্তি (জীবিকা) অর্থে **ঠক+আমো =ঠকামো, ঘর+আমি=ঘরামি**

গ) নিন্দা জ্ঞাপন **জেঠা+আমি=জেঠামি, ছেলে+আমি =ছেলেমি**

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়-

৪. **ই / ঈ- প্রত্যয়**

ক) ভাব অর্থে **বাহাদুর+ই=বাহাদুরি,উমেদার- উমেদারি**

খ) বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থে **ডাক্তার-ডাক্তারি, মোক্তার-মোক্তারি, পোদ্দার পোদ্দারি**

গ) মালিক অর্থে **জমিদার-জমিদারি, দোকান-দোকানি**

ঘ) জাত, আগত বা সম্বন্ধ বোঝাতে **ভাগলপুর- ভাগলপুরি, মাদ্রাজ- মাদ্রাজি, রেশম-রেশমি, সরকার-সরকারি (সম্বন্ধ বাচক)।**

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়-

৫. ইয়া>এ-প্রত্যয়

ক) তৎকালীনতা বোঝাতে **সেকাল+এ=সেকেলে, একাল+এ=একেলে, ভাদর+ইয়া=ভাদরিয়া>ভাদুরে (কইমাছ)**

খ) উপকরণ বোঝাতে **পাথর-পাথরিয়া>পাথুরে, মাটি- মেটে, বালি-বেলে**

গ) উপজীবিকা অর্থে **জাল-জালিয়া>জেলে, মোট- মুটে**

ঘ) নৈপুণ্য বোঝাতে **খুন-খুনিয়া>খুনে, দেমাক-দেমাকে**

ঙ) অব্যয়জাত বিশেষণ গঠনে **টনটন-টনটনে (জ্ঞান),কনকন-কনকনে (শীত)**

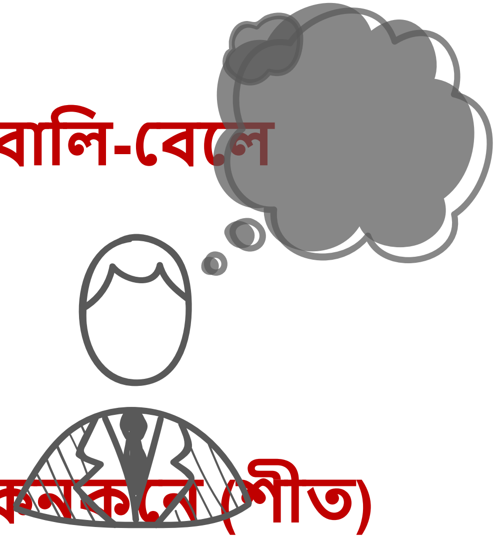

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়-

৬. উয়া>ও- প্রত্যয়

ক) রোগগ্রস্ত অর্থে — জ্বর+উয়া=জ্বরুয়া>জ্বরো, বাত+উয়া=বাতুয়া>বেতো

খ) যুক্ত অর্থে — টাক -টেকো

গ) সেই উপকরণে নির্মিত অর্থে — খড়-খড়ো (খড়োঘর)

ঘ) জাত অর্থে — ধান-ধেনো

ঙ) সংশ্লিষ্ট অর্থে — মাঠ-মেঠো, গাঁ-গাঁইয়া>গেঁয়ো

চ) উপজীবিকা অর্থে — মাছ-মাছুয়া>মেছো

ছ) বিশেষণ গঠনে — দাঁত-দেঁতো (হাসি), ছাঁদ-ছেঁদো (কথা)

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়-

৭. **উ-প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে **ঢাল+উ=ঢালু, কল+উ=কলু**

৮. **উক-প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে **লাজ-লাজুক,মিশ-মিশুক, মিথ্যা-মিথ্যুক**

৯. **আরি/আরী/আরু-প্রত্যয়** :বিশেষণ গঠনে **ভিখ-ভিখারি, শাঁখ-শাঁখারি,বোমা-বোমারু**

১০. **আলি/আলো/আলি/আলী>এল-প্রত্যয়**

বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে **দাঁত-দাঁতাল, লাঠি-লাঠিয়াল>লেঠেল,**

চতুর-চতুরালি, ঘটক-ঘটকালি

১১. **উরিয়া >উড়িয়া/উড়ে/রে-প্রত্যয়** **হাট-হাটুরিয়া>হাটুরে, সাপ-সাপুড়িয়া>সাপুড়ে,**

কাঠ-কাঠুরিয়া>কাঠুরে

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়-

১২. **উড়-প্রত্যয়** : অর্থহীনভাবে **লেজ-লেজুড়।**

১৩. **উয়া/ওয়া>ও-প্রত্যয়** : সম্পর্কিত অর্থে **ঘর+ওয়া = ঘরোয়া, জল উয়া=জলুয়া>জলো**

১৪. **আটিয়া / টে-প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে **তামা-তামাটিয়া>তামাটে,ঝগড়া-ঝগড়াটে, ভাড়া-ভাড়াটে, রোগা-রোগাটে**

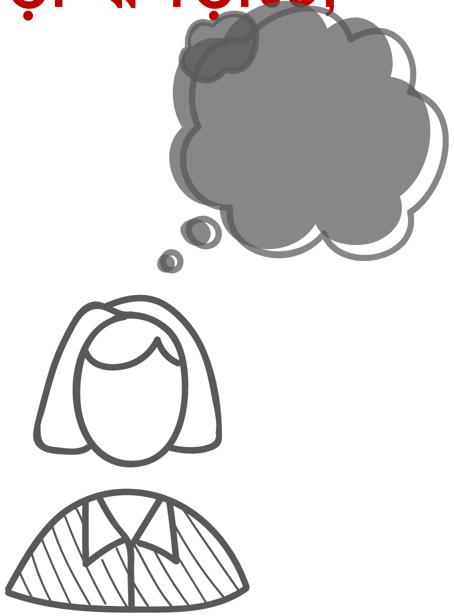

১৫. **অট>ট-প্রত্যয়** : স্বার্থে **ভরা- ভরাট, জমা-জমাট**

১৬. **লা-প্রত্যয়** :

ক) বিশেষণ গঠনে **মেঘ-মেঘলা**

খ) স্বার্থে **এক-একলা, আধ-আধলা**

বিদেশি তদ্ধিত

১. ওয়ালা>আলা (হিন্দি) বাড়ি-বাড়িওয়ালা (মালিক অর্থে), দিল্লি-দিল্লিওয়ালা (অধিকারী অর্থে),

মাছ-মাছওয়ালা (বৃত্তি অর্থে), দুধ-দুধওয়ালা (বৃত্তি অর্থে)

২. ওয়ান>আন (হিন্দি) গাড়ি-গাড়োয়ান, দার-দারোয়ান

৩. আনা>আনি (হিন্দি) মুনশি-মুনশিয়ানা, বিবি-বিবিআনা, হিন্দু-হিন্দুয়ানি

৪. পনা (হিন্দি) পানি-পানসা>পানসে, এক-একসা, কাল (কাল)-কালসা>কালসে

৫. গর>কর (ফারসি) কারিগর, বাজিকর, সওদাগর

৬. দার (ফারসি) তাঁবেদার, খবরদার, বুটিদার, দেনাদার, চৌকিদার, পাহারাদার

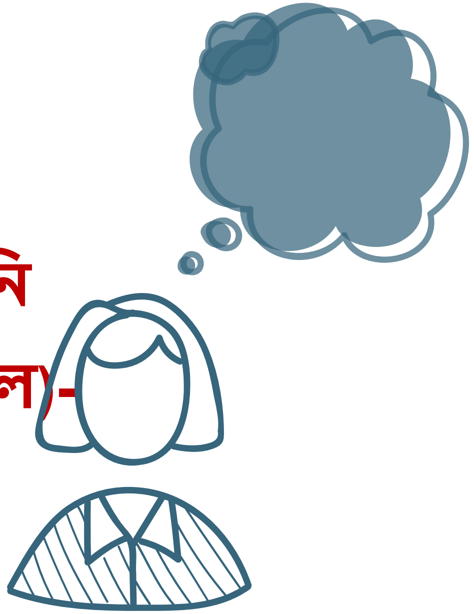

বিদেশি তদ্ধিত

৮. **বন্দি (বন্দ্‌-ফারসি)** **জবানবন্দি, সারিবন্দি, নজরবন্দি, কোমরবন্দি**

৯. **সই (মতো অর্থে)** **জুতসই, মানানসই, চলনসই, টেকসই**

দ্রষ্টব্য : টিপসই ও নামসই শব্দ দুটোর ’সই’ প্রত্যয় নয়।

এটি সহি (অর্থ-স্বাক্ষর) শব্দ থেকে উৎপন্ন।

অনুশীলন করি।

’দাশরথি’ কোন প্রত্যয়যোগে গঠিত?

(ক) ষ্ণ

(খ) ষ্ণ্য

(গ) ষ্ণি

(ঘ) ষ্ণিক

অনুশীলন করি।

’ধড়িবাজ’ এর প্রত্যয়টি কোন দেশি শব্দ?

(ক) আরবি

(খ) ফারসি

(গ) হিন্দি

(ঘ) উর্দু

অনুশীলন করি।

’মেছো’ কোন প্রত্যয়যোগে গঠিত?

(ক) উয়া

(খ) উ

(গ) ইয়া

(ঘ) ই

ধন্যবাদ